যুগান্তর

তারিখ ... 23 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

'শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর প্রয়োজন সবার আগে'

বেসিস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, আমরা ২০২১ সালের আগেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলব। তবে যদি শিক্ষাকে ডিজিটাল করতে না পারি তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্ভব হবে না।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও ব্র্যান্ডিং মেলার সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বেসিস সভাপতি

আর এই ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য একদিকে শিক্ষার পাঠক্রম-বিষয়বস্তু বদলাতে হবে, কাগজের বইকে সফটওয়্যারে রূপান্তর করতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল করতে হবে এবং শিক্ষকদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্লাস নিতে পারতে হবে। বেসিস এই রূপান্তরে সব ধরনের সহায়তা করবে। এ জন্য যে ধরনের সফটওয়্যারই ডেভেলপ করা দরকার বেসিস সদস্যরা সেটাই করে দেবে। আমরা কিছু কাজ করেছি, বাকিটাও করব বলে বলেন তিনি।

কিশোরগঞ্জের ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও ব্র্যান্ডিং মেলার দ্বিতীয় দিনের সেমিনারে বেসিস সভাপতি এসব কথা বলেন। কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক আজিমুদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে বেসিস সদস্য নেটিজেন আইটি লিমিটেড তাদের স্কুল ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ও বিজয় ডিজিটালের বিজয় শিশু শিক্ষা সফটওয়্যার উপস্থাপন করে।

কিশোরগঞ্জ জেলার সব উপজেলা থেকে শিক্ষক, অভিভাবক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা সেমিনারে যোগ দেন।

মোস্তাফা জব্বার ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপান্তরের পাশাপাশি বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্রও তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের সন্তানদের যদি ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি তবে ২০৪১ সালের অনেক আগেই উন্নত দেশে পরিণত হতে পারব।

সভাপতির ভাষণে আজিমুদ্দিন বিশ্বাস বেসিস সভাপতির সঙ্গে একমত পোষণ করেন ও শিক্ষকদের ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের আহ্বান জানান।

সেমিনারের আগে বেসিস সভাপতিকে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্কিট হাউসে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

তিনি কিশোরগঞ্জের বিয়াম স্কুল এবং মেলার স্টলগুলো পরিদর্শন করেন। বিয়াম স্কুলটি বিজয় ডিজিটালের ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার করায় তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান।

ইমরান হোসেন মিলন